লাড্ডু ও তার বন্ধুরা

ইন্দিরা দাশ

অলংকরণ: মোমিন উদ্দীন খালেদ

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

উ ৎ স র্গ

বাবু ও বুনুকে

সূচি

লাড্ডুরা আর ডাইনি ৯
মুশকিল আসানে লাড্ডু ১৪
লাড্ডুরা ও পঙ্গপাল ২০
লাড্ডুরা আর ঈগলকাহিনি ২৬
লাড্ডুর জাদুর আম ৩২
লক্ষ্মীদিদির কান্না ৩৭
লাড্ডুদের পদ্মফুল ৪৩
বৃষ্টি আনল লাড্ডু ৪৮
লাড্ডুর পাখিরা ৫৩
লাড্ডুদের চোর ধরা ৫৯

লাড্ডুরা আর ডাইনি

সুন্দর সবুজে ঘেরা ছোট্ট আনন্দপুর গ্রাম। এখানে সকল গ্রামবাসী শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে বসবাস করে। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষরা কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। এ ছাড়াও আনন্দপুরের বাড়িতে বাড়িতে রয়েছে গোয়ালঘর। রয়েছে এক বা একাধিক গরু ও ছাগল। গরুর দুধ শহরে বিক্রি করেও কিছু টাকা উপার্জন হয় তাদের। এই কাজে মূলত সাহায্য করে বাড়ির মহিলারা। কঠিন পরিশ্রম করে জীবন চালাতে হলেও গ্রামের মানুষরা সুখী ছিল। বাতাসে শান্তি বিরাজ করত।

এমনই এক শান্তিপূর্ণ গ্রামে হঠাৎ এক অজানা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গ্রামের সকল মানুষ ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রতি রাতেই গ্রামের কারও না কারও বাড়ির গোয়াল থেকে গরু বা ছাগল উধাও হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে গ্রামবাসীরা চোরের উপদ্রব ভাবলেও গত রাতে সকলের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। গ্রামের ছেলে লালু রাতের বেলা ওঁৎ পেতে বসে ছিল চোর ধরার জন্য। হঠাৎ সে দেখতে পায় একটা ডাইনি কোথা থেকে আচমকা এসে গোয়ালে ঢুকে একটা ছাগল তুলে নিয়ে চলে গেল। লালু সেসময়ে ভয়ে টুঁ শব্দ করতে পারেনি। কিছুক্ষণ পরে তার ভয় কেটে গেলে সবাইকে ডেকে জাগিয়ে তুলে সে যা দেখেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে। এরপর থেকেই গ্রামে ডাইনির খবরটা পাকাপাকিভাবে চাউড় হয়ে যায়। সন্ধের পর গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরোতেই ভয় পায়। সবার মুখে এখন একই কথা। এমনকি পঞ্চুদের মধ্যেও এটা নিয়ে আলোচনা চলছে।

'আমার কিন্তু খুব ভয় লাগছে পঞ্চুদাদা। যদি ওই ডাইনি আমাদের ধরে নিয়ে যায়?'

গুলতির কথা শুনে আজ আর কেউ হাসাহাসি করল না। পঞ্চু বলল, 'ভয় পাস না গুলতি। আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।'

ওদের সবার মাঝে লাড্ডুকে চুপচাপ বসে ছিল। ওকে দেখে টাকলু

জিগ্যেস করল, 'কী রে লাড্ডু? তুই কী ভাবছিস? আমাদেরও একটু বল?'

পঞ্চুও বলল, 'হ্যাঁ তাই তো! আজ সেই তখন থেকে তুই চুপ আছিস। তোর কি মন খারাপ রে লাড্ডু?'

লাড্ডু উত্তর দিল, 'না রে পঞ্চুদাদা। আমি ভাবছি কী করা যায়। বেশি দেরি করা যাবে না কিন্তু। নইলে ওই ডাইনি গ্রামের সব গরু ছাগল তো খেয়ে ফেলবে।'

টুবলু বলল, 'হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতেই হবে। এরপর যদি ডাইনি মানুষ খেতে শুরু করে তাহলে কী হবে বল তো?'

লাড্ডু বলল, 'হ্যাঁ, সেটা খুব সত্যি কথা। আজকে সে আমাদের গোয়ালে ঢুকে গবাদি পশু চুরি করে নিচ্ছে। এরপর যখন সে যখন প্রাণীদের খেয়ে ফেলবে তখন তো আমাদেরই বিপদ! তাহলে শোন, কালই আমি ওই ডাইনির কুটিরে যাব। ও তো রাতের বেলা বের হয়। আমি দিনের বেলা যাব।'

গুলতি বলল, 'তুই একা কী করে যাবি লাড্ডু? তোকে যদি ডাইনি ধরে নেয়? আর ওখানে গিয়ে কী করবি?'

লাড্ডু বলল, 'আমি জানি না কী করব ! কিন্তু কিছু তো একটা করতেই হবে। আগে তো যাই।'

পঞ্চু বাধা দিয়ে জানাল, 'আমার মনে হয় এটা এখন ঠিক হবে না লাড্ডু। তোকে আমরা একা একা কিছুতেই ছাড়তে পারি না।'

টাকলু বলল, 'আর তা ছাড়া তুই অন্য গ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে খেলতে আসিস। ওই ডাইনির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তোর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে বাড়িতে তোর মা-বাবা কত চিন্তা করবে ভাব তো?' লাড্ডু কোনো উত্তর না দিয়ে টাকলুর দিকে তাকিয়ে থাকে। পঞ্চু আবার বলে, 'আমাদের গ্রামে এক যোগীবাবা আছে। জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে তিনি থাকেন। উনিই আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আমরা বরং ওখানে যাই চল। সব কথা শুনলে উনি নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

এই কথায় সকলে সমর্থন জানায়। লাড্ডুও সহমত হয় পঞ্চুর সঙ্গে। আলোচনা শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের ভেতরে কিছুটা যেতেই নজরে আসে যোগীবাবার কুঁড়েঘর। গুলতি সেটা দেখে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওই দেখ, যোগীবাবার ঘরটা দেখা যাচ্ছে। আমরা তার মানে এসে গেছি।'

এরপর সবাই তাড়াতাড়ি করে পা চালিয়ে যোগীবাবার ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। কুটিরের সামনে পৌঁছাতেই ভেতর থেকে বাবার কণ্ঠ ভেসে এলো। উনি বললেন, 'তোমরা সবাই ভেতরে এসো। আমি

তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।'

বাইরে দাঁড়িয়ে লাড্ডুরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। এরপর ওরা সবাই হাত জোড় করে সাধুবাবার কুটিরে প্রবেশ করে। সেখানে যোগীবাবার সামনে বসে সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করে।

সব কথা শুনে সাধুবাবা বললেন, 'সব বুঝতে পেরেছি। এর থেকে বাঁচতে গেলে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। অবশ্য কাজটা কিন্তু খুব কঠিন।'

পঞ্চু বলল, 'কী কাজ বাবা? আমরা সব কাজ করতে পারব। তা ছাড়া আমাদের বন্ধু লাড্ডু আছে না? ও সব পারে।' সাধুবাবা বললেন, 'তাহলে শোনো, ওই ডাইনিকে এমনিতে কেউ কখনও মারতে পারবে না। ওর জীবন লুকিয়ে আছে একটা লাঠির মধ্যে। ওই লাঠিটাকে সবসময় ও নিজের কাছেই রাখে। তাই একমাত্র উপায় হচ্ছে ডাইনি যখন ঘুমাবে তখন ওই লাঠিটাকে নিয়ে এসে সেটার অনেকগুলো টুকরো করে ফেলতে হবে। মনে রেখো, যত বেশি টুকরো করবে ডাইনির অপশক্তি তত দ্রুত ক্ষয় হবে। এর থেকে বেশি আমি আর সাহায্য করতে পারব না তোমাদের।'

সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলে ওনার আশীর্বাদ নিয়ে লাড্ডুরা সকলে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। পরের দিন ওরা সবাই মিলে ডাইনির গুহার দিকে রওনা হয়। লাড্ডু সবাইকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিলে পিকলু বলল, 'না, আমরা কিছুতেই তোকে একা যেতে দেব না। গেলে আমরা সবাই যাব।'

পঞ্চুও একই কথা বলল।

লাড্ডু সবাইকে বুঝিয়ে বলল, 'আমার কথা শোন তোরা। তোদের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে গেলেই বিপদে পড়ব। আমি তো জাদু করে ঠিক ডাইনির ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ব কিন্তু তোরা কী করে ঢুকবি? আর যদি ঢুকে পড়িস আর ওই ডাইনি যদি তোদের দেখে ফেলে তখন কী করবি? কিন্তু আমাকে দেখে ডাইনি যদি তাড়া করে তাহলে আমি আবার ম্যাজিক করে তোদের কাছে পালিয়ে আসব।'

সবাই মনোযোগ দিয়ে লাড্ডুর কথা শোনার পর সহমত হয়।

এরপর কথামতো পরের দিন লাড্ডু ধীরে ধীরে ডাইনির ঘরে প্রবেশ করে। সে তার জাদুশক্তির সাহায্যে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে, ডাইনি তার